দৈনিক বাংলা

25/3/80

P5 ... 7

183

ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৯ সনের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা ১৪ই জুলাই আরম্ভ হয়ে ২৫শে জুলাই শেষ হবে, এই ছিলো পরীক্ষার সময়সূচী, ১১ দিনে ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ করা। সেশন ৭৭ সনের জুলাই মাসে আরম্ভ হলেও ক্লাস আরম্ভ হয় ৭৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ধর্মঘটজনিত কারণে ছাত্রদের লেখাপড়ায় যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তাই তারা পরীক্ষা পিছানোর দাবী নিয়ে কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়। তাদের দাবীর জবাবে শ্রদ্ধেয় উপাচার্য সাহেব বলেন, পরীক্ষা পিছানো শিক্ষানীতির বহির্ভূত, তাছাড়া তাড়াতাড়ি মাস্টার ডিগ্রীর সেশন ধরাতে হবে, সুতরাং পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়েই হবে। তারপর দাবী উঠে ১১ দিনে ডিগ্রী পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়, পরীক্ষার সময়সূচী রদবদল করা হোক। তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হন। ১৪ই জুলাই পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়। কিন্তু তারপর আজ ৭ মাস, জুলাই ৭৯ থেকে মার্চ ৮০ ৭ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে অথচ অদ্যাবধি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে না। কবে নাগাদ হবে, তাও বলা মুশকিল। এ কারণে ছাত্রদের মানসিক এবং দৈহিক অবস্থাও সহজেই বোধগম্য। বলা বাহুল্য যারা কৃতকার্য হবে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ কর্মজীবনে পদার্পণ করবে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তারা কিছুই করতে পারছে না। আর যারা অকৃতকার্য হবে, পরবর্তীতে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ রয়েছে। কারণ ৮০ সনে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের ফরম পূরণ করা শুরু হয়ে গেছে। ৪ঠা এপ্রিল শেষ তারিখ। যদি এর পূর্বে ফলাফল ঘোষণা করা হয়ও, শুধু এই অল্প সময়ের মধ্যে কজন ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করার মতো টাকা যোগাড় করতে পারবে তা চিন্তা করার বিষয়। আর যদি ফলাফল ঘোষিত না হয় সে হবে আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যদি পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬/৭ মাস পরেও ফলাফল ঘোষণা করা না হয়, তবে এরূপ মনে করা কি অন্যায় হবে যে এর পিছনে কর্তৃপক্ষের নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

মাস্টার ডিগ্রী সেশন ধরানোর অজুহাতে পবিত্র রমজানের মাসেও পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কি ক্ষতি হতো পরীক্ষা আরো কিছু দিন পরে নিলে? কিছু দিন পরে পরীক্ষা নিলে অনেকেরই হয়তো পরীক্ষা আরোও একটু ভালো হতো। সে যাই হোক, কর্তৃপক্ষের কাছে আজ আর শুধু আবেদন নয়, আমাদের জোর দাবী এই যে ৭৯ সনের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল অবিলম্বে ঘোষণা করা হোক।

মোঃ হারুনের রশীদ
ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১